3G 4G 13:21 72

মনোবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমি

Psyche (মন বা আত্মা) এবং Logos (প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞান), এ দুটি গ্রীক শব্দ থেকে Psychology (মনোবিজ্ঞান) শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে মনোবিজ্ঞান বলতে বুঝায় মনের বিজ্ঞান। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনের বিজ্ঞান নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনোবিজ্ঞান প্রানীর বিশেষ করে মানুষের আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমি

আচরণ বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ, পুনরাবৃত্তি ও প্রতিপাদন করা যায়।

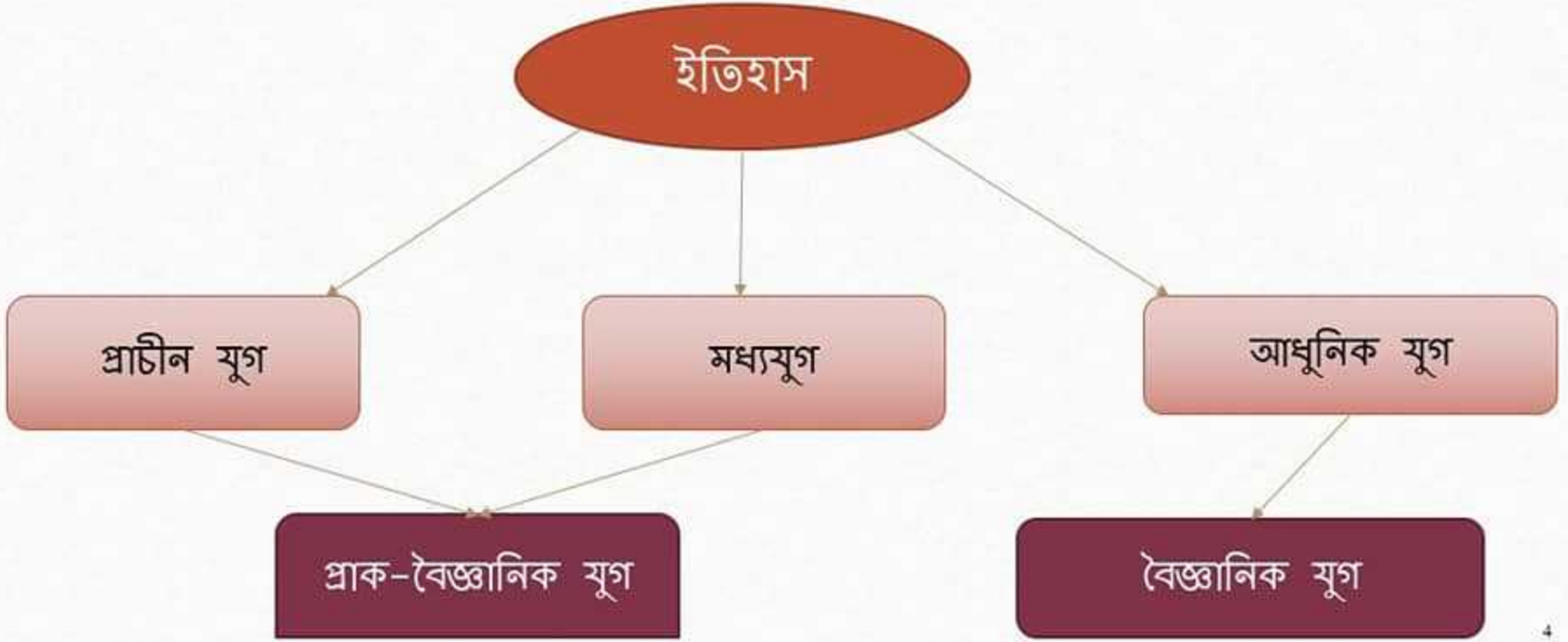

3G 4G 13:22 72

মনোবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমি

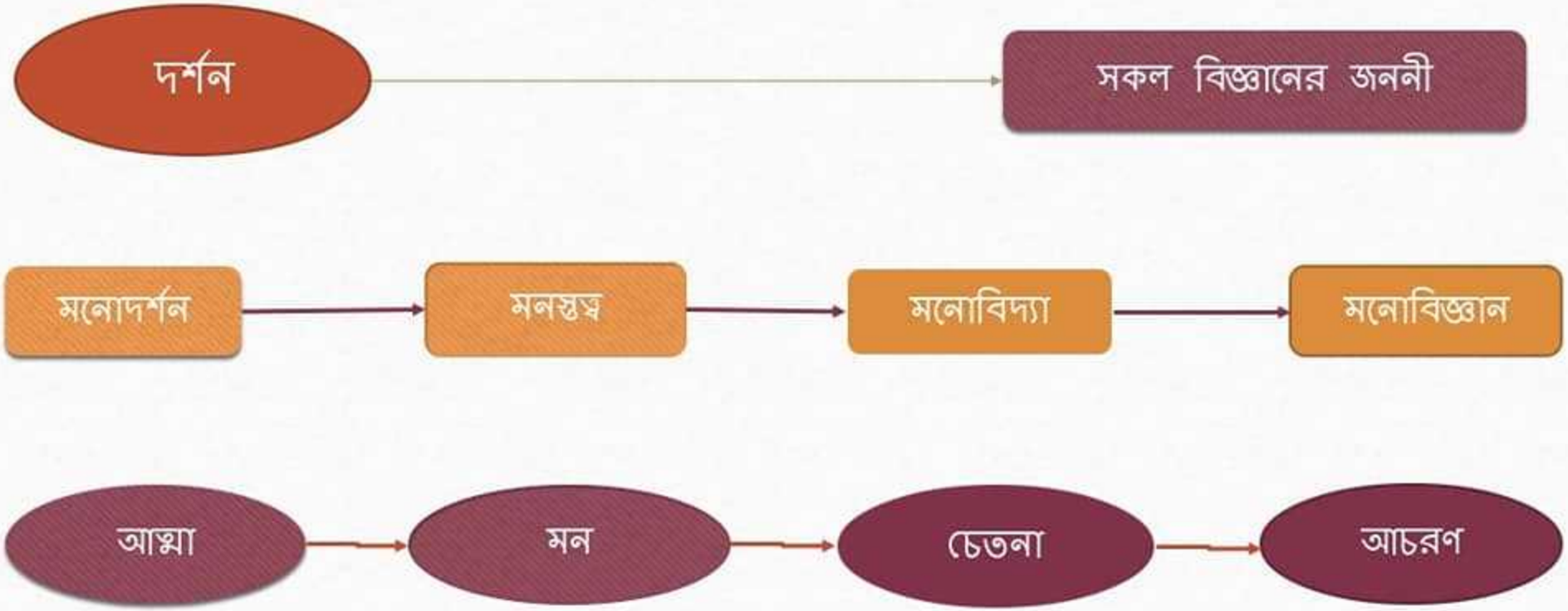

3G 4G 13:22 72

প্রাচীন যুগ
ANCIENT ERA

গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লিস (খ্রী পূ ৫ম শতাব্দী) ঃ বস্তু ও ইন্দ্রিয় উভয়ের মধ্য থেকে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হওয়ার কারণেই আমাদের পক্ষে দর্শন সঙ্গবেদন সম্ভব হয়।

গ্রীক দার্শনিক ডেমক্রিটাস (খৃ পূ ৪৬০-৩৭০) ঃ দেহ ও আত্মা একই পদার্থ, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমানু দিয়ে তৈরী। এই পরমানুর গতিশক্তি মানুষের মনে চিন্তা ও কার্যাবলীর উদ্রেক করে।

গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপক্রেটিস (খৃ পূ ৪০০) ঃ মানুষের ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, মানুষের শরীর ৪ প্রকার তরল পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। ১। রক্ত ২। হলুদ পিত্ত (মানুষের উগ্র স্বভাব) ৩। কৃষ্ণ পিত্ত (মানুষের শান্ত স্বভাব) ৪। শ্লেষ্মা

সক্রেটিস (খৃ পূ ৪৬৯-৩৯৯) ঃ আত্মা একটি বুদ্ধিসঙ্গত নৈতিক শক্তি যা ব্যক্তির ভাল এবং মন্দ আচরণের জন্যে দায়ী।

3G 4G 13:22 72

প্রাচীন যুগ
ANCIENT ERA

প্লেটো (খৃ পূ ৪২৮-৩৪৭)

১। মানুষের জ্ঞানের স্তর দুটি- একটি সংবেদনমূলক, অন্যটি বুদ্ধিবৃত্তিমূলক।
২। মানবাত্মা বিশ্ব-আত্মার অংশ মাত্র।
৩। মানবাত্মার তিনটি অংশ- Rational part, spirited part, appetitive part

এরিস্টটল (খৃ পূ ৩৮৪-৩২২)

১। De anima
২। আত্মাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন। উদ্ভিদাত্মা (এর কাজ পুষ্টিসাধন ও বংশবৃদ্ধি), জীবাত্মা (এর তিনটি শক্তি- প্রত্যক্ষণ, বাসনা, গতি), মানবাত্মা (প্রজ্ঞাসঞ্জাত আত্মা)
৩। আত্মাই সকল ইন্দ্রিয়ের মিলন স্থল। ইন্দ্রিয়ের সংবেদনগুলোকে আত্মাই সংযুক্ত করে এবং বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র দিয়ে থাকে।

3G 4G 13:22 72

প্রাচীন যুগের বিষয়বস্তু

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের আলোচনা মূলতঃ দেহ ও আত্মা সম্পর্কে কেন্দ্রীভূত থাকলেও তাঁরা সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, শিক্ষণ, স্মৃতি, প্রেষণা, আবেগ, নিদ্রা, স্বপ্ন, ব্যক্তিত্ব, মানসিক রোগ বিষয়েও আলোচনা করেছেন।

মধ্যযুগ
Middle Age

একে ধর্মীয় যুগ বলা যায়। এ যুগের দর্শন ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

নাম	সময়সীমা	পরিচিতি	অবদান
সেন্ট আগাস্টিন	খৃঃ পূঃ ৩৫৪-৪৩০	খ্রীষ্টান ধর্মযাজক	আত্মা একটি অজড় ও অমর আধ্যাত্মিক সত্তা। দেহ ও আত্মা একই সময়ে ইশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। বুদ্ধি, স্মৃতি ও ইচ্ছা এ তিনটি বৃত্তির কল্যাণে আত্মায় ইশ্বরের প্রকৃতি প্রতিফলিত হয়।
টমাস একুইনাস	খৃঃ ১২২৬-১২৭৪	ধর্মীয় দার্শনিক	দেহ ও আত্মা পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল। আত্মার উৎকর্ষতার কারণে মানুষ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হতে পেরেছে। আত্মা দেহের চেয়ে উচ্চতর সত্তা। দেহ বিনাশের পরেও আত্মা সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকে।

3G 4G 13:23 72

মধ্যযুগ
Middle Age

আত্মা মানুষের মূলসত্তা

নাম	সময়সীমা	পরিচিতি	অবদান
ডেকার্ড	খৃঃ ১৫৯৬-১৬৫০	ফরাসী দার্শনিক/ আধুনিক দর্শনের জনক	মানুষের দেহ ও মনকে দুটি আলাদা সত্তা হিসেবে কল্পনা করেন, যাকে দ্বৈতবাদ বলা হয়। তাঁর মতে, মানুষ হচ্ছে দেহ ও মনের সম্মিলিত সংগঠন। → দেহ হচ্ছে মন হীন বস্তু → মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা → দেহ ও মন চরিত্রগতভাবে পরস্পরবিরোধী → এই দুটি বিরোধী সত্তা পাইনিয়াল গ্রন্থির মাধ্যমে মিলিত হয়ে পারস্পরিক ক্রিয়া পতিক্রিয়া করে। → মনের কাজ হচ্ছে চিন্তা করা, ইচ্ছা করা, সংবেদন গ্রহণ করা ও জ্ঞান লাভ করা। → মনের কতগুলো ভাব জন্মগত এবং কতগুলো ভাব সংবেদন থেকে আগত।

3G 4G 13:23 71

মধ্যযুগ
Middle Age

সর্বপ্রথম ডেকার্ডের মতবাদের প্রতিবাদ করে বলেন যে, মানুষের কোন ভাব বা ধারনাই জন্মগত নয়

নাম	সময়সীমা	পরিচিতি	অবদান
জন লক	খৃঃ ১৬৩২-১৭০৪	বৃটিশ দার্শনিক	→ শিশু যখন জন্ম গ্রহন করে তখন তাঁর মন একখানা পরিস্কার শ্লেট এর মত থাকে। → মানুষ সমস্ত ধারনাই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লাভ করে অর্থ্যাৎ জ্ঞান অভিজ্ঞতালব্দ এবং অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মাধ্যমে প্রাপ্ত। → লকের মতে, জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সংবেদন বা দেহানুভূতি।

3G 4G 13:24 71

আধুনিক যুগ
Modern Age

আধুনিক যুগের শুরু হয় কয়েকজন জার্মান শারীরবিদ, পদার্থবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মাধ্যমে, যারা পার্থিব উদ্দীপক ও মানুষের ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মূল্যাবান তথ্য উদঘাটন করেন।

নাম	সময়সীমা	পরিচিতি	অবদান
জোহান্স ম্যূলার	১৮০১-১৮৫৮	Physiologist	→ Experimental Physiology এর জনক → Handbook Of Physiology নামে বই লেখেন ১৯৪০ সালে। → তিনি প্রমাণ করেন, আমাদের কোন ধরনের সংবেদনের উপলব্দি ঘটবে তা নির্ভর করে শরীরের কোন স্নায়ুটি উদ্দীপিত হয়েছে তার উপর।
ই এইচ ওয়েবার	১৭৯৫-১৮৭৫	Physiologist	দেহ-মন সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি সূত্র উদ্ভাবন করেন। $\Delta I / I = K$ ΔI = ন্যূনতম অনুভবনীয় পার্থক্যের জন্য উদ্দীপকের হ্রাস-বৃদ্ধির মাত্রা I= আদর্শ উদ্দীপকের মাত্রা K = Weber's constant

3G 4G 13:24 71

আধুনিক যুগ
Modern Age

নাম	সময়সীমা	পরিচিতি	অবদান
জি টি ফেকনার	১৮০১-১৮৮৭	জার্মান পদার্থবিদ	উদ্দীপক ও সংবেদনের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে ওয়েবারের সূত্রকে পরিবর্ধন করে আরেকটি সূত্র প্রনয়ন করেন। **R = f (S , O)** R= response (প্রতিক্রিয়া) f= function (ক্রিয়া) S= stimulus (উদ্দিপক) O= organism (জীব) এই সূত্র অনুযায়ে উদ্দীপক ওজীবের মধ্যে ক্রিয়াধর্মী সম্পর্কের ফলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক পরিমাপের জন্যে ফেকনার তিনটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। ১। সীমা পদ্ধতি ২। গড় ভ্রান্তি বা অভিযোজন পদ্ধতি ৩। ধ্রুবক উদ্দীপক পদ্ধতি। → ১৮৬০ সালে একটি বই প্রকাশ করেন, যার নাম "Elements of Psychophysics"

বিবর্তনবাদ
Theory of Evolution

দর্শনের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান হিসেবে মনোবিজ্ঞান বিকাশ লাভের ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

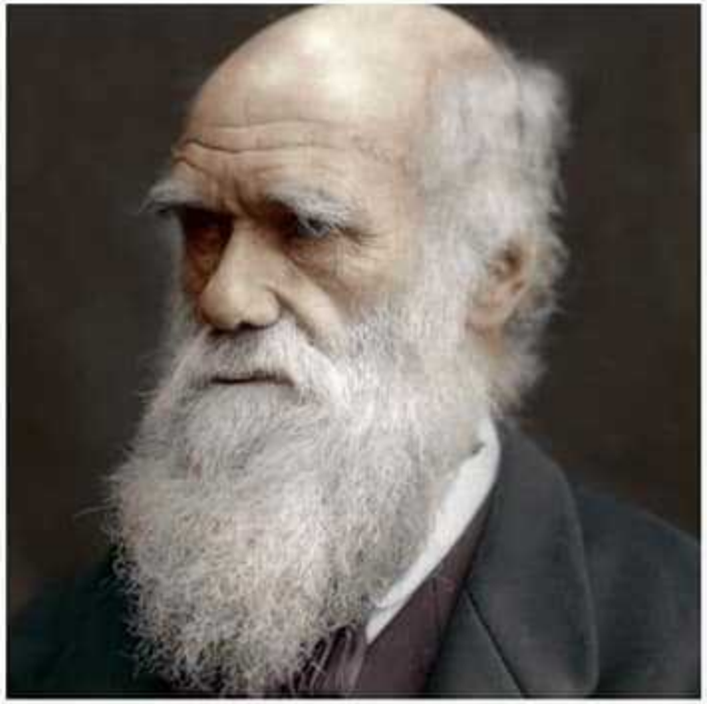

Charles Robert Darwin (1809-1882)

ইংরেজ প্রকৃতি (Naturalist) বিজ্ঞানী

তাঁর বই "Origin of Species" ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত

জীবের সৃষ্টি ও বিবর্তন সম্বন্ধে একটি বৈপ্লবিক মতবাদ উপস্থাপন

তাঁর মতবাদটিকে প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদও বলা হয়।

3G 4G 13:25 71

বিবর্তনবাদ

মূলকথা

বেঁচে থাকার সংগ্রামঃ

সীমিত স্থানে অধিক সংখ্যক জীব জন্ম হওয়ায় তাদের বেঁচে থাকার জন্যে সংগ্রাম করতে হয়, একে "জীবন সংগ্রাম" নামে অভিহিত করা হয়। এই সংগ্রাম তিন প্রকার।

১। অন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামঃ মানুষ বনাম মানুষ

২। আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রামঃ মানুষ বনাম বন্য প্রাণী

৩। পরিবেশের সাথে সংগ্রামঃ মানুষ বনাম পরিবেশ (বর্তমানে আমরা ভাইরাসের সাথে সংগ্রাম করছি)

পরিবৃত্তি বা প্রকরণঃ

একই প্রজাতির সকল প্রাণী হুবহু একই রকম হয় না, একে পরিবৃত্তি বলে। অবিরাম সংগ্রামের ফলে জীবের শারীরিক পরিবর্তন ঘটার কারণে পরিবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং তা বংশানুক্রমে পরিচালিত হয়। পরিবৃত্তি দুই প্রকার – ১। অনুকূল পরিবৃত্তি ২। প্রতিকূল পরিবৃত্তি।

3G 4G 13:25 71

বিবর্তনবাদ

মূলকথা

Survival of the Fittest: অনুকূল পরিবৃত্তি বিশিষ্ট জীবসমূহ জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করে আর প্রতিকূল পরিবৃত্তি বিশিষ্ট জীবসমূহ জীবন সংগ্রামে হেরে গিয়ে কালক্রমে বিলুপ্ত হয়।

Natural Selection: অনুকুল পরিবৃত্তি সম্পন্ন জীবকে প্রকৃতি নির্বাচন করে ও লালন করে। এসব জীব সহজে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশী হারে বংশবিস্তার করতে পারে।

যুগ যুগ ধরে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি জীবের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।